দৈনিক সংবাদ

FEB. 10 2002

সংসদে প্রশ্নোত্তরে শিক্ষামন্ত্রী

কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোকে আনা হচ্ছে সরকারি পর্যবেক্ষণে

সংসদ বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, দেশের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে সরকারি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে পাঠ্যক্রম সংগ্রহ করে দেখা গেছে, তা জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি গতকাল জাতীয় সংসদের বৈঠকে সরকারদলীয় সদস্য মোজাহার হোসেনের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো কি শুধুই বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না কি শিক্ষা কার্যক্রমও আছে, এসব স্কুলের পাঠক্রম কি তা সরকারিভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা কিছু কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পাঠ্যক্রম সংগ্রহ করে দেখেছি, এগুলো জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করছি। প্রয়োজনে এগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেয়া হবে।

সরকারদলীয় অন্য সদস্য আমজাদ হোসেন সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী সংসদে জানান, দেশের বেসরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ যাতে সময়মতো দেয়া যায় তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে তাদের উৎসব ভাতা প্রদানের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তিনি বলেন, দেশের বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের দুটি উৎসব ভাতা দেয়ার জন্য আরও ২শ' ৩০ কোটি টাকা অনুদান প্রয়োজন। যদি অর্থমন্ত্রী এ অনুদান দেন তবে উৎসব ভাতা প্রদান করা সম্ভব হবে। অন্য একটি সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ১শ' ভাগ বেতন-ভাতা সরকার থেকে দেয়া হবে কিনা তার কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকারের নেই। বিএনপির সদস্য কাজী রফিকুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, দেশে শিক্ষক সঙ্কট আছে। এছাড়া শিক্ষকরা সবাই ঢাকায় বদলি চান। ফলে ঢাকার বাইরে শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। অনেক শিক্ষক যোগদান করেই ঢাকায় চলে এসেছেন। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিএনপির অন্য সদস্য অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৭২ সাল থেকে ৩০ বছরে মোট ৩৭ হাজার ৩শ' ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালে (বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে) ৩৬ হাজার ১শ' ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। এছাড়া ১৯৭৭ সালে (জিয়া সরকারের আমলে) ৫শ'টি ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালে (এরশাদ সরকারের আমলে) ১ হাজার ৩৮টি এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে (বিএনপি সরকারের আমলে) ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়নি। এব্যাপারে সরকারদলীয় সদস্য দেলোয়ার হোসেন দুলুর এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, দেশে রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ওপরই সরকার বেশি গুরুত্ব আরোপ করার কারণে ১৯৯৬ সাল থেকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরাসরি রেজিস্ট্রেশন দেয়া হচ্ছে না এবং বর্তমান সরকারেরও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রথা নতুন করে চালু করার কোন পরিকল্পনা আপাতত

দু'রকম জবাব দিয়েছেন।

জামাতে ইসলামীর সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, সারদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

এ ব্যাপারে তিনি জানান, বর্তমানে দেশে ২৭ ভাগ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচির আওতায় সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমান সরকার আগামী জুলাই মাস থেকে খাদ্য বিতরণের পরিবর্তে এক সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ১শ' টাকা এবং একাধিক সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ১শ' ২৫ টাকা প্রদান করা হবে।

তিনি জামাতের অন্য সদস্য আজিজুর রহমান চৌধুরীর এ সংক্রান্ত অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, চলতি অর্থবছরে এবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা আছে। এ প্রশ্নের জবাবেও তিনি খাদ্য বিতরণের পরিবর্তে মাসিক ভিত্তিতে টাকা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদ

সরকারদলীয় সদস্য কর্নেল (অব.) আনোয়ারুল আজিমের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে ৬ হাজার ৭শ' ২৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ এবং ১ হাজার ৪শ' ২টি প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে।

আইটি ভিলেজ স্থাপিত হচ্ছে

সরকারদলীয় সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের এক প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান আজাদ জানান, 'দেশে তথ্য প্রযুক্তি ভিলেজ' স্থাপনের জন্য সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ৪৭ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছে। এই জমিতে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে একটি প্রকল্প সারপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রতিটি জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

বিএনপির সদস্য আলহাজ্ব সোহরাব উদ্দিনের এক প্রশ্নের জবাবে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হক গতকাল জাতীয় সংসদের বৈঠকে জানান, দেশের প্রতিটি জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে। ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৃহত্তর ২২টি জেলায় হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা বর্তমান সরকার নিয়েছে। ঢাকার খিলগাঁও ও মিরপুর এলাকায় আরো ২টি মহিলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া বগুড়া, দিনাজপুর ও ফরিদপুর জেলায়ও তিনটি হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।